জনগণের হাতে কমপিউটার চাই

"জনগণের হাতে কমপিউটার চাই" এই শ্লোগানের আওতায় কমপিউটারে বাংলা তথ্য বিনিময় কোড, ইলেক্ট্রনিক মেইল, ডলার-টাকার অবাধ বিনিময়ে কমপিউটারের ব্যবহার এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-ব্যাংক-বাণিজ্য-গবেষণা-মানব সম্পদ উন্নয়নে কমপিউটারের দ্রুততর প্রসার নিশ্চিত করা এবং দেশকে সার্বিকভাবে কমপিউটারায়ন করার মাধ্যমে বিশ্বমানে উন্নীত করার জোরালো দাবী জানিয়ে এবং এই লক্ষ্যে কলম ধরার জন্য সকল সাংবাদিকদের আহবান জানিয়ে ৩ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখ বিকেলে হোটেল পূর্বাণীতে দেশের তথ্য-প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ **মাসিক কমপিউটার জগৎ** এক সাংবাদিক সম্মেলন এবং দেশবরেণ্য তথ্য প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তব্য পাঠ করেন **মাসিক কমপিউটার জগৎ**-এর সম্পাদনা উপদেষ্টা **অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের**। তিনি দেশের সকল সংবাদপত্রে তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ খবরাখবর নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার জন্য জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতি জোরালো আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন– ই-মেইলের জন্য ডঃ আর আই শরীফ, প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন আজাদ, ব্যাংকিং-এর জন্য জনাব এম. এন. ইসলাম এবং বাংলা তথ্য বিনিময় কোডের জন্য জনাব মোস্তফা জব্বার ও জনাব মাহবুবুল আলম।

আলোচনা থেকে জানা যায়, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল যা এশীয় এ অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে প্রথম বক্তব্য ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ প্রবাহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা অব্যাহত রাখেন।

অধ্যাপক আবদুল কাদের সম্মেলনে যে মূল বক্তব্যটি পাঠ করেন তা এখানে হুবহু মুদ্রিত করা হল।

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের কর্মব্যস্ততার মধ্যে, কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের ব্যাপারে, যে আগ্রহ নিয়ে আপনারা আমাদের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, সেজন্য কমপিউটার জগৎ এবং এর হাজার হাজার পাঠক-শুভানুধ্যায়ী, ও বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমাদের আজকের বক্তব্য ও আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে– বাংলা কোড, ই-মেইল, ডলার-টাকার অবাধ বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং খাতের কমপিউটারায়নের প্রয়োজনীয়তা, এবং ই-মেইল, ব্যাঙ্ক-প্রশিক্ষণ-শিক্ষাক্ষেত্রে-মানবসম্পদ উন্নয়নে কমপিউটারের দ্রুততর প্রসারের জন্য, করমুক্ত বা নিম্নতম পর্যায়ে কর রেখে কমপিউটার বিপনন এবং পশ্চিমবঙ্গের মত ৩৩ ভাগ বার্ষিক মূলধন অবচয় (depreciation)-এর সুবিধা দিয়ে কমপিউটার ক্রয়ে অফিস ও প্রতিষ্ঠানকে আগ্রাহান্বিত করে তুলে কমপিউটারায়ন ও কর্মসংস্থানের প্রসার। এ সাথে আমরা বিশ্বজ্ঞানভান্ডারের সাথে যুক্ত হয়ে তথ্য জানা ও জানানোর অধিকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ২৭ নং ধারার আলোকে অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকারের দাবী নিয়ে তথ্য প্রযুক্তির আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, রাজনীতিবিদ ও মহতী সহসাই বিশ্ব সংস্থার কাছে আবেদন করা উচিত। বাংলাভাষার তথ্য বিনিময় কোডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থতা ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের রক্তকে বৃথা করে দেবার সামিল। এই নাজুক সংবেদনশীল প্রশ্নে আমরা আমাদের সংবাদপত্র জগৎ ও সাংবাদিক সমাজকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কলম ধরার অনুরোধ জানাচ্ছি।

২। ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল) প্রবর্তন না করায় বাংলাদেশ কেবল বিশ্ববাণিজ্যে, গার্মেন্টস শিল্পে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ছে না, বিশ্বজ্ঞান ভান্ডারের সাথে এ জাতির বিশ্ববিদ্যালয়, জ্ঞানকেন্দ্র ও শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্রগুলির সুলভ ও তাৎক্ষনিক যোগাযোগও ব্যহত হচ্ছে। ই-মেইল হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম। এর সাহায্যে ঘরে বা অফিসের প্রিয় পরিবেশে বসে, সাধারণ কমপিউটার আর ফোন লাইন ব্যবহার করে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জায়গায় অকল্পনীয় দ্রুততায় তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। ই-মেইল সেবা যারা প্রদান করে তাদের আছে, বিশাল বিশাল সব আলাদা নেটওয়ার্ককে একীভূত করা, আরো বিশাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ই-মেইল এখন ফর্মাল বা প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের পরিধি ছাড়িয়ে শিক্ষিত মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান স্পৃহা নিবারনের, এবং অজানা সমমনা ব্যক্তিত্বকে বিশ্বভুবন থেকে খুজে বের করার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আর এর খরচ পড়ে চিঠির চাইতেও কম। ভারতে ভারতীয় ১০ রূপীতে ১৫০/২০০ শব্দের মাঝারি আকারের পত্র, পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, মুহূর্তের মধ্যে নির্দিষ্ট মানুষের

বাংলাদেশ হেলওয়েতে চালু হয়েছিল তার মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হলে অকল্পনীয় সময় বেঁচে যাবে। জনাব আফতাব-উল ইসলাম উদাহরন দিয়ে জানান, বর্তমানে তামার তারের মাধ্যমে যে পরিমান তথ্য প্রেরণে ২০০০ বছর লাগবে তা অপটিক্যাল ক্যাবলে লাগবে মাত্র সাড়ে আট ঘন্টা। এর কারন ব্যাখ্যা করে জনাব শামসুল হক চৌধুরী বলেন অপটিক্যাল ক্যাবলে বিদ্যুৎ নয় আলোক তরঙ্গের মারফৎ নিখুতভাবে তথ্য আদান প্রদান করা যায়।

বাংলাদেশের বাংলা তথ্য বিনিময় কোড আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হওয়াকে জাতীয় মর্যাদার প্রতি আঘাত হিসাবে বর্ণনা করে সম্মেলনে সরকারী সংস্থাসমূহের সমালোচনা করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নতর প্রয়োগ নিশ্চিত করে, ত্বরিৎ গতিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের খবরাখবর এদেশের ব্যাংকসমূহ মনিটর করতে না পারলে টাকার অবাধ বিনিময়ের সুফল লাভ সম্ভব নয় বলে ডঃ লুৎফর রহমান জানান।

এভাবে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদ ও সাংবাদিকদের সম্মেলনটি প্রানবন্ত হয়ে উঠেছিল।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকের স্বনাম খ্যাত সাংবাদিকগণ ছাড়াও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, কমপিউটার পরিবেশক সমিতির সেক্রেটারী জনাব মইন খানসহ প্রায় ৩০ জন বিশিষ্ট তথ্য প্রযুক্তিবিদ কমপিউটার ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনের মূল অংশ শেষ হবার পর চা-চক্রেও উপস্থিত সকলে পঠিত সাংবাদিক সমাজকে আহবান জানাবো। এবং আমাদের জাতিকে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সুযোগে সমৃদ্ধ করার জন্য কক্সবাজারের অদূরের সাগর তল দিয়ে স্থাপনের প্রাক্কালে, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে জাপান-ইংল্যান্ড-আমেরিকা বিশ্ব ফাইবার অপটিক ক্যাবল নেটওয়ার্কের সাথে, এদেশের সংযোগ স্থাপনের দাবী জানাবো।:

১। বাংলা ভাষায় তথ্যবিনিময়ের কোড তৈরী করে বিশ্বসংস্থা থেকে তার স্বীকৃতি গ্রহনে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। **রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া আমাদের কোড স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রাধিকার পাবার কথা।** কিন্তু ৫ বছর ধরে কমপিউটার কাউন্সিল (আগে ছিল কমপিউটার বোর্ড), বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ ও বাংলা একাডেমী কমপিউটারের তথ্য বিনিময় কোড, প্রমিত কী বোর্ড লে-আউট নির্ধারণে গড়িমসি, দায়সারা উদ্যোগ ও সকল সুপারিশ অগ্রাহ্য করার পরিণতি হয়েছে জাতির জন্য নির্মম। ভারত বাংলাভাষায় কোড তৈরী করে আন্তর্জাতিক ষ্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে এ বছর। আমাদের ও কমপিউটারবিদদের তাগিদ উপেক্ষা করার ফলে যে ব্যর্থতা এসেছে, হয়তো তার মূল্য অনাগতকালে বহন করতে হবে জাতিকে। আমরা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে হয়তোবা ভারতীয় বাংলা কোড ব্যবহার করতে বাধ্য হবো। **আমাদের দাবী– কালবিলম্ব না করে জাতীয় বাংলা তথ্য কোড নিয়ে বাংলাদেশের** কমপিউটারে প্রেরণ করা যায়। **বিশ্বের ৮০০০ ডাটাবেস বা তথ্যভান্ডার, কোটি কোটি মানুষের পিসির সাথে সংযুক্ত রয়েছে ই-মেইল-এর মাধ্যমে।** এর একটি– ইন্টারনেটের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। মাত্র ১০,০০০ ডলার চাঁদা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এবং গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানীর সাথে বছর ধরে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ যদি পান, সে সুযোগ না দিয়ে আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে আধুনিক জ্ঞানস্তরে উপনীত করার জন্য সরকার আর কী ব্যবস্থা নেবেন আমাদের জানা নেই। টেলিফোনে টিএন্ডটি যে প্যাকেট সুইচিং ব্যবস্থা চালু করছে আমাদের চারটি বড় শহরে, বিদেশের সাথে সংযোগের এ প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকলে ই-মেইল একটি টেলিফোন কলের সামান্য ভগ্নাংশ মূল্যে বড় ধরনের ম্যাসেজ ট্রান্সমিট ও গ্রহণ করার সুযোগ দিতে পারে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও বাংলাদেশ ছাড়া যখন সারা পৃথিবী ই-মেইলে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, তখন বাংলাদেশকে ই-মেইলে বঞ্চিত রাখা ঘোরতরভাবেই মানবাধিকারের ২৭ নং ধারার লঙ্ঘন বলে আমরা মনে করি (এ ধারায় সকল মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে)। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ই-মেইলের সুযোগ পেলে করাচীর ডন, লাহোরের দি মুসলিমের প্রিয় বন্ধুর কমপিউটার থেকে নির্বাচনী খবরের যে কোন অংশ দশ-বিশ টাকায় নিজের কমপিউটারে এনে তা থেকে আপন ভাষায় সংবাদ তৈরী করতে পারবেন, এমনকি সে সাথে

টাইমের সর্বশেষ তথ্যটুকুও ধরে ফেলতে পারবেন। আসলে ই-মেইল ছাড়া বিশ্ব-যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বাইরে পড়ে আছে বাংলাদেশ। বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডারের দ্বার আমাদের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যাপারে ইউএনডিপিসহ সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহ আমাদের সরকারকে সহায়তা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। কিন্তু উদ্যোগহীন নীরবতায় সপ্তাহ, মাস, বছর অতিবাহিত করে পুল-কালভার্টের যোগাযোগে মাথা ঘামানোটা বস্তুতভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা। আমাদের জাতীয় মনন, মানসিকতাকে রক্ষণবাদী উনবিংশ শতকের পরাধীনতার গন্ডি থেকে একবিংশ শতাব্দির মুক্ত অবাধ বিশ্ব সভ্যতার অংশীদারিত্ব পিয়াসী, জ্ঞান লাভে উন্মুখ করে তুলতে না পারলে ভবিষ্যত প্রজন্ম এ সময়কে কূপমন্ডুক ও অজ্ঞানতার যুগ বলে অভিহিত করবে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সমাজকে আমরা ই-মেইলের দাবীকে গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের দাবী হিসেবে উচ্চকিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ডের জনগণ ইতিমধ্যে প্যাকেট সুইচ ডাটা নেটওয়ার্কের সুবিধা ভোগ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, দাতাদের বা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার স্বার্থে, আন্তর্জাতিক বৃহৎ বৃহৎ ডাটাবেজ থেকে তথ্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

৩। ডলারের সাথে টাকার অবাধ বিনিময়ের সূচনা করার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ১লা সেপ্টেম্বর প্রথম তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক ও অর্থমন্ত্রণালয় নিজেদের অপ্রস্তুত (unprepared) অবস্থা চিন্তা করে আরেকটি মাস সময় বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১লা অক্টোবরে টাকা-ডলার বিনিময় একহারা করার পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক আরও ১৫ দিন সময় নিয়েছে। টাকার সাথে ডলারের অবাধ বিনিময় শুরু করার জন্য রাজধানীর সকল শাখা ব্যাঙ্ককে ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চে উপনীত করাই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি লেনদেনে, টাকার একাউন্ট থেকে ডলার একাউন্টে, ডলার একাউন্ট থেকে টাকা একাউন্টে অর্থের বিনিময়ে তাৎক্ষনিক দরে তাৎক্ষনিক বিনিময় নিশ্চিত করা, অর্থের দাবী পাওয়া মাত্র এক শহর থেকে অন্য শহরের অন্য ব্যাঙ্কের, এমনকি বিদেশের বিশেষ ব্যাঙ্কের কোন শাখার সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা না থাকলে গন্ডীবদ্ধ চিঠিপত্র আদানপ্রদানের প্রচলিত পন্থায় এমন অগ্রসর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কমপিউটারায়ন ছাড়া টাকা ডলার বিনিময়সহ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের পথ নেই। প্রায় ২৫ বছর আগে ৬০-এর দশকে বাংলাদেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কমপিউটারায়নের সূচনা হলেও ৭০-এর দশকের নীরবতা ও ব্যর্থতায় এ প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়ে। ৮০-র দশকে এক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি ঘটে। ৯০-এর দশকে সাহায্যদাতারা ব্যাঙ্কিংখাতের রুগ্নতা উপশমের জন্য কমপিউটারায়নের উপর জোর দিলেও, এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে তফসীলী ব্যাঙ্ক, শাখাগুলোর সাথে ব্যাঙ্কের সদর দফতর ও আন্তব্যাঙ্ক কমপিউটার যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে ওঠেনি। তিনমাসের মধ্যে শাখায় শাখায় কিছু পিসি যাবে। কিন্তু ষ্টাফ ও কর্মচারীরা এখনও প্রশিক্ষিত হয়নি। টাকা-ডলার বিনিময়ে বড় ধরনের জালিয়াতির ঝুঁকি বিরাট। এ ঝুঁকি কোন কোন ব্যাঙ্কের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাঙ্কিংখাতে কমপিউটারায়নের দাবী আসলে ব্যয় বৃদ্ধির বা কর্মচারী কমানোর দাবী নয়– টাকা দিয়ে টাকা বানানোর যন্ত্র হচ্ছে ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক হচ্ছে আধুনিক যুগে বিনিয়োগযোগ্য অর্থসম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ার। এ হাতিয়ার সংযতভাবে সঠিক লক্ষ্যে চালনার জন্য স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সার্বক্ষণিক খবরদারি প্রয়োজন হবে। ব্যাক অফিস, ফ্রন্ট অফিস ও আন্তব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য কমপিউটার নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এজন্য ব্যাঙ্কিংখাতে কমপিউটারায়নকে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সবচাইতে জরুরী কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণের জন্য আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি।

৪। ই-মেইল, ব্যাঙ্কিংখাত, শিক্ষায় কমপিউটার প্রশিক্ষণ, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য যে বিপুল কমপিউটারের দরকার পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দরিদ্র অর্থনীতির দেশে মধ্যবিত্ত ও রক্ষণশীল মানুষদের কমপিউটারে আগ্রহী করে তুলতে না পারলে

কমপিউটার জগৎ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন জনাব মোস্তাফা জব্বার। তাঁর বাঁ দিকে রয়েছেন যথাক্রমে মাহবুবুল আলম, অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের, জনাব এম. এল. ইসলাম, ডঃ আর. আই. শরীফ এবং প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন

জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দেবার এক বিরাট পদক্ষেপ। অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জাতিকে তথ্যপ্রযুক্তির দিক দিয়ে এগিয়ে নেবার জন্য জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দিয়ে বিশ্বের জ্ঞান, বিশ্বের বাণিজ্যে অংশীদার করা জরুরী।

৫। সর্বশেষ প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। ফাইবার অপটিক ক্যাবল টেলিযোগাযোগ, আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময়কে আরও নিখুঁত, সুলভ ও অভ্রান্ত করে তুলবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ কমে যাবে দ্রুত। বাংলাদেশের অদূরে সাগরতল দিয়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক ফাইবার অপটিক ক্যাবল যাচ্ছে এশিয়া থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায়। FLAG ফাইবার অপটিক লিংক এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নামক এ প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশকে যুক্ত করার জন্য সাহায্যদাতা দেশসমূহের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ধনী দেশসমূহের সহায়তা কামনা করা দরকার এবং আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় এ অবকাঠামোর উল্লেখ করা জরুরী।

জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দেবার এক দুরূহ স্বপ্ন নিয়ে, আজ থেকে আড়াই বছর আগে মাসিক কমপিউটার জগৎ যাত্রা শুরু করেছিল। আজ এ স্বপ্ন সমগ্র জাতির। আমাদের জনগণ সাইবারনেটিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটারয়নের জন্য পৃথিবীর অন্যতম অগ্রসর নৃতাত্ত্বিক মেধা ভান্ডার হিসাবে চিহ্নিত। সমগ্র ভারত কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিতে একবিংশ শতাব্দীর মহাশক্তিধর দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাদের কমপিউটার মেধার শতকরা ২৫ ভাগই বাঙ্গালী। আমাদের জনগোষ্ঠীর ৯৯ ভাগই বাঙ্গালী মেধার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। আজ যে দেড় কোটি বেকার, ৬ কোটি অর্ধভুক্ত নিরন্ন মানুষ নিয়ে জাতি তার বেদনার্ত মুহূর্ত অতিবাহিত করছে, তাদের কর্মসংস্থান, তাদের অন্নসংস্থানের জন্যই বিশ্বের কর্মভান্ডার বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার নাগালে পাওয়া জরুরী। এদেশে যদি শুধুমাত্র কোম্পানী আইনের ২৫ বছরের তথ্যভান্ডার গ্রন্থনার কাজে আমরা হাত দিই, তাহলে একজন টাইপিষ্টের ২০ বছরের কাজ জুটে যায়। একাজে ফিলিপাইনস, মেক্সিকো ও ব্রাজিলের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। শিক্ষা গবেষণা, খেলাধুলা, চিকিৎসা এমনি হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কর্মের জন্য বিশ্ব উন্মুখ। সারা বিশ্বের এখন ২০০০-এরও বেশি কোম্পানী ডাটাবেজ তৈরির এ কাজে নিয়োজিত। দেশে বসে সারা জগতের কাজ করে চোখের নিমেষে সে কাজ কর্মদাতার কমপিউটারে পাঠিয়ে দিয়ে শত শত কোটি ডলার আয় করা যায়, সে অর্থে এদেশে কোটি কোটি মানুষের জীবন জীবিকা প্রসারের সংগ্রামই আমাদের তথ্য প্রযুক্তির সংগ্রাম। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করুন, কমপিউটারে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করুন, জনগণের হাতে কমপিউটার দিন, বিশ্বের কাজ দেশে বসে করার অবকাঠামো দিন, তথ্যপ্রযুক্তির যোদ্ধারা এদেশকে তার সমগ্র জনসংখ্যার ভার সহ দারিদ্র্যমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। এ সংগ্রাম কেবল আমাদের নয়। সবার। এ দায়িত্ব ভাগ করে নেবার জন্য জাতীয় উদ্যম সৃষ্টির দায়িত্ব সাংবাদিক সমাজের। আপনারা সহায়তা করতে এগিয়ে আসুন।

(৬৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিশু কিশোরদের জন্য ক্যাসিও

জাপানী শিশু কিশোরদের মজাদার খেলনার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ডিজিটাল ডায়রী। এখন তাদের নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপহার হলো ক্যাসিও-র সুপার ডিজিটাল ডায়রী থুনিয়র। এতে অ্যালার্ম ঘড়ি ছাড়াও একটি চমৎকার মেমোরী রয়েছে যাতে প্রিয় বন্ধুদের টেলিফোন নম্বর ও জন্মদিনের তারিখসহ আরও বিচিত্র-খবর জমা রাখা যায়। গ্রাফিকস্-এর সহায়তায় এতে বন্ধুর চেহারাটি পর্যন্ত এঁকে রাখা যায়। চুল, চোখ, নাক, মুখসহ ১০ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রায় ১০ কোটি রকমভাবে এই কমপিউটার ডায়রীতে ফুটিয়ে তোলা যায়। চেহারা আর ব্যক্তিগত রুচী মিলিয়ে

মেয়েরা তাদের বয়ফ্রেন্ড খোঁজার কাজেও আজকাল এ ডায়রী ব্যবহার করছে। এর চাহিদা এমনভাবে বাড়ছে যে ক্রিসমাসে পুতুল আর জীবজন্তুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জাপানী কিশোর-কিশোরীরা এদিকেই ঝুকছে। ১৯৯২তে নির্ধারিত লক্ষ্যের বিক্রয় সীমা ছাড়িয়ে এটি শেষে ৫ লক্ষে পৌছেছিল। এ বছরে বিক্রি যে আরো বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যোগাযোগের ঠিকানাঃ Casio Computer Co Ltd., Shirjuku-ku, Tokyo 163, ফোনঃ ৩-৩৩৪৭-৪৮২০, ফ্যাক্স ঃ ৩-৩৩৪৭-৪৬৬৯.

COMPAQ-এর নতুন পিডিএ আসছে

এপল এর বহুল প্রচারিত পারসোনাল ডিজিটাল সহায়ক (PDA) নিউটনে যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলির যেন কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই কম্প্যাক নতুন অপারেটিং সিস্টেম, নতুন মাইক্রোপ্রসেসর ও নতুন ইলেক্ট্রনিক কলম ভিত্তিক কমপিউটার বাজারজাতের লক্ষ্যে কাজ করছে। কিছুদিনের মধ্যেই কম্প্যাকের PDA বাজারে ছাড়া হবে। এর নাম রাখা হয়েছে মোবাইল কম্পেনিয়ন।

মোবাইল কম্পেনিয়নেও প্রচুর নতুন জিনিষ থাকবে। একটিতে একটি বিশেষ ধরনের চিপ মালা ব্যবহৃত হয়েছে যেটি যৌথভাবে তৈরী করেছে VLSI টেকনোলজী কোম্পানী ও ইন্টেল। এসব চিপমালা ও ইন্টেল ৩৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর মিলিত হয়ে এই PDA টিকে একটি নেটওয়ার্কের অন্যান্য পিসির সাথে সংযোজিত করা যাবে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগের ফল 'জমানা'

পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত যন্ত্র হতে সর্বাধিক দক্ষতা আদায়ের লক্ষ্যে নতুন একটি সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে ভারতের ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক ইনফোসিস টেকনোলজি কোম্পানী। সিস্টেমের চিপ তৈরী করেছে যুক্তরাষ্ট্রের এনালগ ডিভাইস। নতুন সিস্টেমটির নাম দেয়া হয়েছে 'জমানা'। জমানার বিশ্বজুড়ে বাজারজাতের দায়িত্ব পালন করবে এনালগ ডিভাইস। এবং ইনফোসিস প্রতি সেট বিক্রির উপর রয়্যালিটি পাবে।

জমানা বিদ্যুৎ শক্তি সাশ্রয় করবে এবং যন্ত্রপাতির আয়ু বাড়াবে। এটি পরিবেশগতভাবে ও উপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রের ২.৩ বিলিয়ন ও ইউরোপের ৬৭০ মিলিয়ন ডলারের বাজারের পাশাপাশি এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়া ও তাইওয়ানের বাজারে ভাল অবস্থান দখলে কোম্পানীদ্বয় আশাবাদী।

জাতিসঙ্ঘে বিজয়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে যে ভাষণ পাঠ করেছেন তা প্রস্তুত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের মেকিন্টোস কমপিউটারে ইন্সটল করা বিজয় সিস্টেমে।

চট্টগ্রামে কমপিউটার গেম প্রতিযোগিতা

রোটারী আন্তর্জাতিক যুব উন্নয়ন মাস উদযাপন উপলক্ষে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর আগ্রাবাদ রোটারী ক্লাব স্থানীয় হিরোশিমা একাডেমিতে আয়োজন করে এক মনোজ্ঞ কমপিউটার গেম প্রতিযোগিতা। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত উক্ত প্রতিযোগিতার বিষয় বস্তু ছিল জেবার্ড কমপিউটার গেমটি। এর আগে প্রতিযোগীদের জেবার্ডের উপর তিনদিনের স্বল্প কালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

রোটার্যাক্ট ক্লাব অব চিটাগাং পোর্ট সিটির সভাপতি ইমতিয়াজ আহম্মদের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পূর্বকোণের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক জনাব আতাউল হাকিম। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে আমাদের শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেবার যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করায় তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে প্রথম হয়েছে মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী, দ্বিতীয় হয়েছে মোঃ মাশনূর চৌধুরী এবং তৃতীয় হয়েছে এস, তাবরীজ।

খ গ্রুপে প্রথম হয়েছে ওয়াহিদুল ইসলাম, দ্বিতীয় অনিরুদ্ধ বড়ুয়া, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে আবদুল মান্নান।

চট্টগ্রামে কমপিউটার গেম প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নভেম্বরে কমপিউটার এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম-এর সেমিনার, প্রদর্শনী ও সাময়িকী

সম্প্রতি বাংলাদেশ কমপিউটার এসোসিয়েশন চট্টগ্রাম-এর কার্যকরী পরিষদের সভা চট্টগ্রামস্থ কমপিউটার হোম কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক সিরাজদ্দৌলা শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জনাব শরীফ আশরাফুজ্জামান, যুগ্ম সম্পাদক জনাব শফিউদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এস, এ, মজুমদার সোহেল ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব সৈয়দ আহমদ।

সভায় আগামী ১১ ও ১২ই নভেম্বর চট্টগ্রামস্থ হোটেল আগ্রাবাদে এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী কমপিউটার বিষয়ে সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সেমিনার ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে একটি সাময়িকী প্রকাশনারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমপিউটার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং সেমিনারে অংশ গ্রহনেচ্ছুক এসোসিয়েশনের সকল পর্যায়ের সদস্য/সদস্যাকে, আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে এসোসিয়েশনের অস্থায়ী কার্যালয়-কনফিডেন্স কমপিউটার, ৩৮৫ সিরাজদ্দৌলা রোড, আন্দরকিল্লা, অথবা কমপিউটার হোম, পেঙ্গুইন শপিং সেন্টার, জিইসি-এর মোড়, চট্টগ্রাম-এ যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

জনগণের হাতে কমপিউটার চাই

(৫৮ পৃষ্ঠার পর)

আগামী ডিসেম্বরের কমপিউটার জগৎ আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের সারাদেশভিত্তিক কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ধৈর্য্য ধরে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আবারও আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর আড়াই বছরের আন্দোলনের জীবনে এটি ছিল ৬ষ্ট সফল সাংবাদিক সম্মেলন। সম্মেলনে আলোচিত বিষয়াবলী জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র একদিনের প্রকাশই যথেষ্ট নয়। দেশকে যথাযথভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ সেক্টরে আরো অনেক কাজ করতে হবে; পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ।

এ জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের।

কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা '৯৩

আবেদন করার শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৯৯৩

বিস্তারিত জানার জন্য এসংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ ঘোষণা দেখুন